নিজের হিংস্রতা প্রকাশ করছেন। যে নারী প্রিয়া, যে নারী ভগিনী তার কোন ক্ষতি সে করতে চায়না। চন্দনার কাছে কাঙালের মতো প্রনয়ভিক্ষা করে। সবাই তাকে ভয় করে, ভালোবাসেনা। তাই সে নিঃসঙ্গ। দেবকীর মুখোমুখি হয়ে সে স্তব্ধ। বাহ্যত সে কৃষ্ণদ্বেষী। অন্তরে রয়েছে বশ্যতাবোধ। পিতা উগ্রসেনের 'পূজিত শালগ্রামশিলা' সে চূর্ন করে। আসলে শত্রু ভাবে কৃষ্ণকে সে ভজন করতে চেয়েছে। তাই সেবলে-'আমি তাই অত্যাচারে অত্যাচারে তাঁকে জর্জরিত করে তার স্বর্গ থেকে আমার এই মর্ত্যেই তাঁকে টেনে এনেছি।'

কংসের শেষ পরিনতি নাটকে ট্র্যাজিকময় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ আবির্ভাবে ঝড়-বজ্রপাতে কংসের শেষ পরিনাম যেন ঘনিয়ে আসে। চারদিকে তার পলায়নপথ রুদ্ধ অনুচরগন আশ্বাস দেয় দেবকীর অষ্টম সন্তান কন্যা। এই স্বস্তিতে সে উৎসবের আয়োজন করে চন্দনা জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়। কংসের উৎসব নিভে যায়। এবার সাধারনের মতো ভগ্নির স্নেহস্পর্শ পেতে যায় সে। পরাজিত, ভগ্নোদ্যম কংস অনিবার্যের কাছে আত্মসমর্পন করলে দৈবশক্তির কাছে প্রবল পুরুষকারের পরাজয় ঘটে। আকাশভেদী পর্বত চূড়া ভূলুণ্ঠিত হয়।

AUG						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thur	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

পৌরানিকতা সত্ত্বেও এখানে পরাধীন ভারতের শৃঙ্খলিত জাতির মুক্তি আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। পৌরানিক পরিবেশকে বাস্তব পরিবেশের আচ্ছন্ন করে, জীবন্ত চরিত্র এবং আবেগময় সংলাপে যে সংগ্রামী চিত্র প্রতিটি দর্শককে রোমাঞ্চিত করে। তখন মনে হয় বাহ্যত পৌরানিক এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি আসল। কংসের কারাগার পরাধীন ভারতবর্ষ, বসুদেব-কঙ্কন-কঙ্কারা শৃঙ্খলিত সন্তান, কৃষ্ণ তাদের ভাগ্যবিধাতা, ভারতবাসী তাকে জাগাতে সাধনা করছে। বসুদেব যেন অহিংস সংগ্রামী নায়ক গান্ধীজী। রাজকর্মচারী বিদূরথ যেন বিদেশী শাসক তোষামুদে দেশদ্রোহী। যদুবংশের লোকেরা পরাধীন ভারতের অধিবাসী। তারা অধিকাংশ মূঢ়, কাপুরুষ, পলাতক। তারা অত্যাচারে ভূলুন্ঠিত, আপন নারীকে রক্ষার শক্তিহীন। তাদের নীচাশয়তার প্রতি প্রবল ধিক্কার নাটকে জাগানো হয়েছে। অথচ যে জাতির মধ্যে বসুদেবতুল্য নেতা, কঙ্কন-কঙ্কার শক্তি, দেবকী-অঞ্জনা-চন্দনার মতো সহ্য রয়েছে তাদের আটকায় কে? কারাগারে কঙ্কন-কঙ্কা মৃত্যুবরন করলেও নত হয়নি। দেবকী তার সন্তান দান করেছে, অঞ্জনা বক্ষের অমৃত দিয়ে মৃত্যুজয়ী বীরসন্তানদের বাঁচিয়েছে। চন্দনা নিজের নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে মূঢ় জাতিকে জাগাতে চেষ্টা করেছে।

এখানে পুরাতন নাট্যরীতিতে পঞ্চাঙ্কবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ, সঙ্গীত-নৃত্য-অলৌকিক দৃশ্যের অবতারনা করেছেন। গানগুলি নজরুল ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনা হলেও সংগত। সংলাপ যেন গদ্য নয় গদ্যকবিতা। এখন প্রশ্ন কে নায়ক? পৌরানিক ভক্তিরস এসেছে বসুদেবের মাধ্যমে, তাঁর জন্য নারায়নের মহিমা স্থাপিত, পরাধীন জাতির মুক্তিসংগ্রামের নায়ক তিনি। এজন্য অসংখ্য সন্তানকে সে আহুতি দিয়েছে। কংস প্রতিনায়ক হলে সে অধিক সক্রিয় কেন? ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্য বাদ দিলে সেই নায়ক। শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের গুন তার আছে। সেক্ষেত্রে নাটকটি বিষাদান্তক ট্র্যাজেডি। অবিমিশ্র শয়তান হলে এই গুন তার থাকতো না। দানব পিতার ঔরসে মানবী মাতার গর্ভে জন্ম তার। জেগে থাকলে সে পিতার অধীন, নিদ্রিত থাকলে মাতার অধীন। এমন দুর্জয়, দুর্ধর্ষ সে যে মানুষের ক্রন্দনে আরো নৃশংস হয়ে ওঠে। তবে মাঝে মাঝে সে শান্ত, সংযত। কঙ্কনকে মারার আগে সে বলে - কঙ্কন হল আমার বিদূরথের পুত্র। ওর কোন কামনা কি অপূর্ন রাখা উচিত। আবার যখন বলে - আমি দুর্বল নই, আমি নিষ্ঠুর, আমি শুধু দুর্দান্ত দানব নই, দুর্নিবার শয়তান। তখন মনে হয় মমতা-অনুতাপকে অস্বীকার করে

BNGE (P) - 6th Sem by Dr. Biswajit Podder.

কারাগার (1930)

মন্মথ রায়

মন্মথ রায়ের পৌরানিক নাটকগুলির মধ্যে 'কারাগার' শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। পৌরানিক কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও সমকালীন রাজনৈতিক অগ্নিময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য মুক্তিকামী মানুষের মনে প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সক্ষম লেখক। ভাগবতের (৯ শেষ + ১০ শুরু) কাহিনীতে জানা যায় মথুরা যদুবংশের অধিকারে ছিল। যদুবংশীয় শূরসেন ছিলেন বাসুদেবের পিতা। ভোজবংশীয় উগ্রসেন শূরসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন। পুত্র কংস উগ্রসেনকে বন্দী করে রাজা হন। কাকা দেবক, কন্যা দেবকী। বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে স্বগৃহে ফিরছিলেন। কংস ছিলেন রথচালনার দায়িত্বে। পথে দৈববানী হল কংসের নিধনকারী দেবকীর ৮ম পুত্র। কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলে বসুদেব প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রত্যেকটি সন্তানকে সে কংসের হাতে তুলে দেবে। নারদ এসে জানালেন এই ৮মপুত্র নারায়ন কংসবধ করবেন তখন বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারে কংসের হাতে তাদের এক একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। অষ্টম গর্ভজাত কৃষ্ণের জন্ম ও কংসনিধন সম্ভাবনায় নাটক শেষ হয়েছে।

নাটকের পার্শ্বচরিত্রগুলির নামও লেখক ভাগবত থেকে গ্রহন করেছেন। তবে তাদের স্বভাব ও আচরন বর্ণনায় তিনি মৌলিকতা দেখিয়েছেন। যেমন কঙ্কন, কঙ্কা (উগ্রসেনের পুত্র, কন্যা কঙ্ক, কঙ্কা) বিদুরথ (ভাগবতে ভজমানের পুত্র ও শূরের পিতা)। বিদুরথের প্রভুভক্তি, কঙ্কন-কঙ্কার মুক্তি সংগ্রাম, চন্দনাবৃত্তান্তে লেখক নিজস্ব কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মূল চরিত্র তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় কংস ও যদুবংশের নির্যাতিত সংগ্রামী নেতা বসুদেব। পৌরানিক নাটকের ধর্মীয় পরিবেশ ও ভক্তিরস এখানে নাট্যকার ক্ষুন্ন করেননি। এই নাটকে সাধারনত দেবশক্তি বনাম মানব/দানবশক্তির সংগ্রাম ও বিরোধী শক্তির পরাজয়, দেবশক্তির জয় দেখান হয়েছে। এখানেও কংসের পরাজয় ও নারায়নের মহিমা এবং নারায়নের আশ্রিত ভক্ত যাদবগনের জয় দেখান হয়েছে। অত্যাচারিত হয়ে তারা ভগবানকে জাগাতে চিৎকার করে- 'ভগবন জাগৃহি'। বসুদেব, উগ্রসেন, কঙ্কন, কঙ্কা, বিদুরথের স্ত্রী অঞ্জনা সকলে আরাধ্য দেবতার জন্য সংগ্রাম করেছে। মানুষ ও ঋষিদের সমবেত প্রার্থনায় ভগবান মর্ত্যে অবতীর্ন হয়েছেন। এই আবির্ভাবে নাটকের ভক্তিরসাত্মক পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কংসকেও যেন শেষে শত্রুরূপে সাধকের ভূমিকায় দেখা যায়। সে যেন অত্যাচারে জর্জরিত করে ভগবানকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছে জগত ও নিজের মুক্তির জন্য।